ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত হায়ার পারচেজ : একটি শর'য়ী বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ রুহুল আমিন*

Hire Purchase Practices in Islamic Banking: A *Sharī'ah* Analysis

ABSTRACT

Hire Purchase is one of the investment methods on which Islamic Banks are specifically dependent upon. The names and terms associated with the concept differ according to the country location or type of bank, but the concept of the method remains. On basis of nature of applying method and fame the paper presents a brief discussion about three methods, namely al-Ijarah bil bay tahta shirkatil milk (HPSM), al-Ijarah al-Muntahiyyah bit tamleek (IMBT) and al-Ijarah thumma al-Bay (AITAB). The article specifically aims to discuss Sharī'ah issues related to Hire Purchase practices under Shirkatil Milk practiced in Bangladesh through introduction and discussion of the pertinent Sharī'ah basis, application and application methods in Islamic Banks of Bangladesh, pertinent Sharī'ah issues etc. The Article has been prepared following descriptive and practical approaches. The research proves that application of discussed methods specifically the method practiced in Bangladesh according to Sharī'ah is possible and the income from this mode of investment can be lawful if it is exercised as per the instructions of Sharī'ah. However, it is important to note that one has to be careful regarding violations of the Sharī'ah in case of applying this product.

Keywords: Ijārah; Islamic Banking; Shirkatul Milk; HPSM; IMBT; AITAB; Buy; Contract

* পিএইচডি গবেষক, ফিক্‌হ ও উসূল আল-ফিক্‌হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া।

সারসংক্ষেপ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষভাবে যেসব বিনিয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে 'হায়ার পারচেজ' বা ভাড়ান্তে ক্রয় তার অন্যতম। দেশ ও ব্যাংক ভেদে এ পদ্ধতিটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। অত্র প্রবন্ধে প্রয়োগ পদ্ধতির ধরন ও প্রসিদ্ধির বিচারে 'আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' (HPSM), 'আল-ইজারা আল-মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক' (IMBT) ও 'আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই'' (AITAB) এ তিনটি পরিভাষার সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশে প্রচলিত 'আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك) *বা Hire Purchase under Shirkatil Milk সংশ্লিষ্ট শরী'আহ অনুষঙ্গসমূহ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ প্রবন্ধে প্রডাক্টটির পরিচিতি, শর'য়ী ভিত্তি, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে এর প্রয়োগ ও প্রয়োগ পদ্ধতি, শরী'আহ অনুষঙ্গ ইত্যাদি আলোচনা বিধৃত হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ও প্রায়োগিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, আলোচিত হায়ার পারচেজের পদ্ধতিসমূহ, বিশেষত বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুসৃত পদ্ধতিটি শরী'আহসম্মত উপায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং যথাযথ শরী'আহ পরিপালন করে এর প্রয়োগ করা হলে তা থেকে অর্জিত লভ্যাংশ সম্পূর্ণ হালাল। তবে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী, যাতে কোনভাবেই শরী'আহ লঙ্ঘিত না হয়।*

মূলশব্দ: ইজারা; ইসলামী ব্যাকিং; শিরকাতুল মিলক; HPSM; IMBT; AITAB; বাই'; চুক্তি।

ভূমিকা

ইজারা বা ভাড়ায় চুক্তি একটি প্রাচীন পদ্ধতি। এর সূচনা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মতবিরোধ থেকে স্পষ্ট হয়, ব্যবিলন বা রোমান সভ্যতায় এর উৎপত্তি।[১] ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং শরী'আতে তার অনুমোদন দেয়া হয়। ফকীহগণ তাঁদের প্রণীত গ্রন্থসমূহে তাঁদের সময়কালে প্রচলিত ইজারার বিভিন্ন স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। ভাড়াভিত্তিক বিক্রয় চুক্তির এ আধুনিক ধরনটির সূচনা হয় ইংল্যান্ডে। ১৮৪৬ খ্রি. এক বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা গ্রাহকদেরকে আকর্ষণ করা ও তাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে এ পদ্ধতি আবিস্কার করেন। অল্প দিনেই তার উদ্ভাবিত পদ্ধতি জনপ্রিয়তা পায় ও ব্যাপক প্রসারিত হয়।[২] পরবর্তীতে আমেরিকায় ১৯৫২ সালে এ পদ্ধতির ভিত্তিতে লেনদেনের জন্য United States

১. আহমদ আব্দুল লতিফ আদ-দাওসেরী, "আল-বু'দ আত-তানমী লিল ইজারাহ" *ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা* শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণাপত্র; কুয়েত, ৫ ও ৬ মে, ২০০১খ্রি., পৃ. ৩

২. আবূ লাইল ইবরাহীম দাসূকী, *আল-বাই' বিত তাকসীত ওয়াল রুয়ূ আল-ইতিমানিয়্যাহ আল-উখরা* (কুয়েত: কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৪হি./ ১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ৩০৪

Leasing Corporation নামে পৃথক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় Mercantile Credit Company এবং ফ্রান্সে ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Locafance কোম্পানি। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধারণা সম্প্রসারণ লাভ করে ও এ পদ্ধতিতে লেনদেনের জন্য বিভিন্ন কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[৩]

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ পদ্ধতিকে শরী'আহ অভিযোজনের (Shariah Adaptation) মাধ্যমে প্রয়োগ করে থাকে। প্রায়োগিক দিক দিয়ে এ পদ্ধতি ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে। একদিকে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এ জাতীয় বিনিয়োগের প্রতি আলাদা আকর্ষণ থাকে, অন্যদিকে গ্রাহক পণ্যটি নিজের মালিকানা পাওয়ার আশায় এর পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে থাকেন। অতএব, বিনিয়োগের এ পদ্ধতিটির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর লেনদেনে শরী'আহ পরিপালন ও সব ধরনের সুদী ও শরী'আহ বিবর্জিত কারবার পরিত্যাগ করে বিধায় এ পদ্ধতিটির প্রয়োগেও যথাযথ শরী'আহ নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে। ফলে এসব পদ্ধতির প্রয়োগের সাথে বিভিন্ন শরী'আহ অনুষঙ্গ জড়িত রয়েছে। অত্র প্রবন্ধে উক্ত অনুষঙ্গসমূহের বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

মালিকানা প্রদানের শর্তযুক্ত ভাড়া চুক্তি

ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের বিস্তৃতির স্বার্থে যেসব প্রডাক্ট উদ্ভাবন করা হয়েছে তার অন্যতম হলো, গ্রাহককে মালিকানা প্রদান বা তার কাছে বিক্রয়ের শর্তে কোন সম্পদ ভাড়া দেয়া। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও ব্যাংক ভেদে এ পদ্ধতিটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক[৪] (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك) বা মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিক্রয়ের শর্তে ভাড়া, 'আল-ইজারা আল-মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক' (الإجارة المنتهية بالتمليك) বা মালিকানায় পরিসমাপ্ত ভাড়া, আল-ইজারা বি-শরতিত তামলীক (الإجارة بشرط التمليك) বা মালিকানার শর্তে ভাড়া, ইজারাহ মা'আল ইকতিনা' (الإجارة مع الاقتناء) বা মালিকানা অর্জনের শর্তে ভাড়া, আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' (الإجارة ثم البيع) বা ভাড়া অতঃপর বিক্রয়, আল-ইজার (الإيجار) বা ভাড়ায় প্রদান, আল-ইজার আল-মুনতাহী বিত তামলীক (الإيجار المنتهي بالتمليك) বা মালিকানায় সমাপ্ত ভাড়া, আল-ইজার আল্লাজি

৩. আদ-দাওসারী, "আল-বু'দ আত-তানমী লিল ইজারাহ", পৃ. ৩।

৪. ফিকহের গ্রন্থসমূহে 'শিরকাতুল মিলক' পরিভাষাটি 'শারিকাতুল মিল্ক' (شَرِكَةُ الْمِلْكِ) রূপে ব্যবহৃত হয়। তবে 'শিরকাতুল মিলক' পরিভাষাটিও শুদ্ধ এবং ইসলামী ব্যাংকিং এর জগতে প্রচলিত বিধায় প্রবন্ধে পরিভাষাটি এভাবেই উলেস্নখ করা হয়েছে।

ইয়ানতাহী বিত তামলীক (الإيجار الذي ينتهي بالتمليك) বা যে ভাড়া মালিকানায় সমাপ্ত হয়, আত-তাজীর আল-মুনতাহী বিত তামলীক (التأجير المنتهي بالتمليك) বা মালিকানায় সমাপ্ত হওয়া ভাড়াচুক্তি, তাজীর মা'আল মু'আয়াদা বিত তামলীক (التأجير مع المواعدة بالتمليك) বা মালিকানা প্রদানের ওয়াদা সম্বলিত ভাড়া, আল-ইজার আস-সাতির লিলবাই' (الإيجار الساتر للبيع) বা ভাড়ার অন্তরালে বিক্রয়, আল-বাই' আল-ইজারী (البيع الإيجاري) বা ভাড়াভিত্তিক বিক্রয় ইত্যাদি।

দেশ, অঞ্চল ও ব্যাংক ভেদে এ প্রডাক্টটির নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রয়োগপদ্ধতির ধরন একই বা ক্ষেত্রবিশেষে যৎসামান্য ভিন্নতা রয়েছে। পরিভাষাগুলো থেকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রয়োগ পদ্ধতির ধরন বিবেচনায় নিম্নোক্ত তিনটি পরিভাষাকে নির্বাচন করা যায়:

১. আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك)
২. আল-ইজারা আল-মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক (الإجارة المنتهية بالتمليك)
৩. আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' (الإجارة ثم البيع)

এসব পরিভাষা সমসাময়িক হওয়ায় এ সম্পর্কে পূর্বসূরী ফকীহগণের কোন মতামত পাওয়া যায় না। তবে সমসাময়িক ফকীহ ও আলিমগণ এগুলোর সংজ্ঞা ও ধরন বর্ণনার প্রয়াস নিয়েছেন। যেমন-

মুহীউদ্দীন আল-কুররা দাগী বলেন:

> اتفاق إيجار يلتزم فيها المستأجر بشراء الشيء المؤجر في الوقت المتفق عليه خلال مدة الإيجار أو بعدها بسعر يتفق عليه مسبقا أو فيما بعد.
>
> এমন ভাড়া চুক্তি, যাতে ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াপ্রদত্ত সম্পদ ভাড়ার মেয়াদের মধ্যে বা মেয়াদ শেষে দু পক্ষের সম্মতিতে পূর্ব থেকে ঐকমত্য হওয়া সময়ে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য থাকেন, চাই এ মূল্য আগেভাগে নির্ধারণ করা হোক কিংবা পরে নির্ধারণ করা হোক।[৫]

কালআহ জী বলেন:

> هي عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما للأخر شيئا بمبلغ معين من المال لمدة معينة، بشرط أو تؤول ملكية هذا الشيء إلى المستأجر في نهاية المدة المتفق عليها.
>
> একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যাতে একপক্ষ অন্যপক্ষকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ের জন্য কোন কিছু ভাড়া দেন এই শর্তে যে, উক্ত জিনিসের

৫. আলী মুহী উদ্দীন আল-কুররা দাগী, "আল-ইজারাহ ওয়া তাতবীকাতুহাল মুআসিরাহ (আল-ইজারাহ আল-মুনতাহিয়্যাহ বিত তামলীক): দিরাসাহ ফিকহিয়্যাহ মুকারানাহ", *ওআইসি অধিভুক্ত ইসলামী ফিকহ একাডেমির ১২তম অধিবেশনে* উপস্থাপিত গবেষণাপত্র, রিয়াদ, ২৩-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০০খ্রি., পৃ. ৪৯

মালিকানা দু'পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত ভাড়ার মেয়াদান্তে ভাড়া গ্রহণকারীর কাছে স্থানান্তরিত করা হবে।[৬]

এদুটি সামগ্রিকভাবে হায়ার পারচেজ-এর সংজ্ঞা। এক্ষেত্রে কোন একটি সংজ্ঞাকে প্রাধান্য না দিয়ে অত্র গবেষণার জন্য নির্বাচিত তিনটি পরিভাষার পরিচিতি প্রদানের সময় প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে উপর্যুক্ত তিনটি পরিভাষার পরিচিতি, স্বরূপ ও কর্মকৌশল আলোচন করা হলো:

আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك)

'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে প্রচলিত একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথভাবে কোন সম্পদের মালিকানা অর্জন করে। অতঃপর ব্যাংক উক্ত সম্পদে তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে ভাড়া প্রদান ও নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে বিক্রয় করার চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এর কর্মকৌশল নিম্নরূপ:

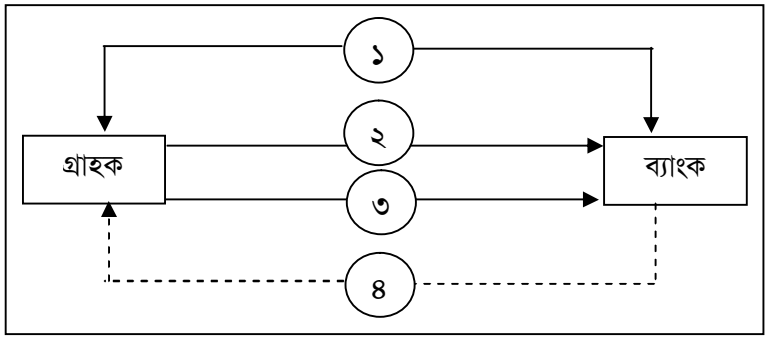

ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক এর কর্মকৌশল ও তার প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

১. প্রথমে গ্রাহক ও ব্যাংক কোন সম্পদের মালিকানায় অংশীদারিত্বের চুক্তিতে সম্মত হন।

২. গ্রাহক কর্তৃক সম্পদে ব্যাংকের অংশ ভাড়া গ্রহণের চুক্তিতে আবদ্ধ হন ও নির্দিষ্ট হারে ভাড়া প্রদান করেন।

৬. মুহাম্মদ রাওয়াস কালআহ জী, *আল-মুআমালাতুল মালিয়্যাহ আল-মুআসিরাহ ফী দুইল ফিকহি ওয়াশ শারীআহ* (বৈরূত: দারুন নাফাঈস, ১৪২০হি./১৯৯১খ্রি.), পৃ. ৮৬

৭. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি: শরী'আহর নীতিমালা*, সম্পাদনা: প্র. ড. আবু বকর রফিক (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১১খ্রি.), পৃ. ৯৩ এ উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকের নিজস্ব চিত্রায়ন।

৩. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি: সম্পদে ব্যাংকের অংশ গ্রাহক ক্রয় করার চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়।

৪. ব্যাংকের অংশের মালিকানা গ্রাহকের কাছে স্থানান্বরিত হয় এবং গ্রাহক সম্পদের পূর্ণ মালিক হন।

অতএব বলা যায়, 'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' এমন এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যাতে যৌথ মালিকানাধীন কোন সম্পদের একপক্ষ তার অংশটুকু নির্ধারিত মেয়াদের জন্য অন্য পক্ষের কাছে ভাড়া দেন এবং নির্ধারিত কিস্তিতে ঐ অংশের মূল্য পরিশোধের শর্তে তা বিক্রি করেন। সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধিত হয়ে গেলে চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা ভাড়াগ্রহীতার কাছে হস্তান্তরিত হয়।

আল-ইজারা আল-মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক (الإجارة المنتهية بالتمليك)

ইজারা মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক বা 'মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত ভাড়া' পদ্ধতিটি মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক রিয়েল এস্টেটসহ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন সম্পদ এককভাবে ক্রয় করে বিনিয়োগ গ্রহীতার কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া প্রদান করে এবং গ্রাহক বিভিন্ন কিস্তিতে ভাড়া পরিশোধ করেন। মেয়াদ শেষে ব্যাংক সম্পদের মালিকানা ভাড়াটিয়ার কাছে হস্তান্তর করে। ভাড়াটিয়া বা বিনিয়োগ গ্রাহককে সম্পদের মালিক বানানোর মাধ্যমে এ চুক্তির সমাপ্তি হয়। এর প্রয়োগকৌশল নিম্নরূপ:

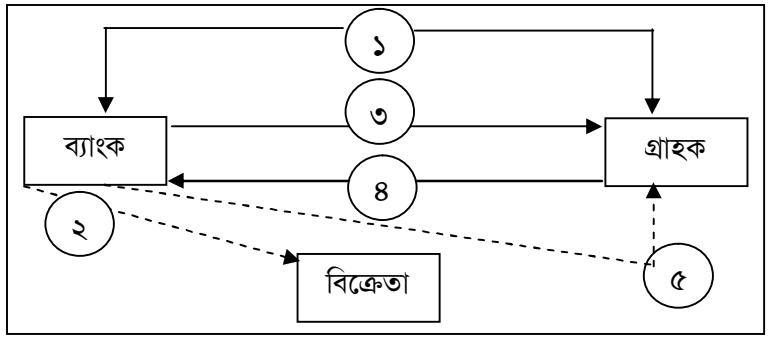

চিত্র ২: ইজারা মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক এর প্রয়োগকৌশল[৮]

৮. চিত্রটি আল-বারাকা ব্যাংকিং গ্রুপের চর্চিত ইজারা মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক পদ্ধতির আলোকে গবেষকের চিত্রায়ন। তাদের চর্চিত পদ্ধতির বিষয়ে দ্র. www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&ID=50, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ১২ আগস্ট, ২০১৬

চিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়:

১. গ্রাহক ব্যাংকের কাছে সম্পদ ক্রয়ের শর্তে ভাড়া গ্রহণের তথা 'ইজারা মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক'-এর ভিত্তিতে বিনিয়োগ পাওয়ার আবেদন করেন।

২. ব্যাংক গ্রাহকের আবেদন বিবেচনা করলে প্রার্থিত সম্পদ তার মূল মালিক থেকে এককভাবে ক্রয় করে।

৩. ব্যাংক উক্ত সম্পদটি গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া প্রদান করেন।

৪. গ্রাহক ব্যাংককে নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করেন।

৫. মেয়াদ শেষে ব্যাংক উক্ত সম্পদের মালিকানা গ্রাহক বরাবর হস্তান্তর করে।

অতএব বলা যায়, "ইজারা মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক এমন এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যাতে একপক্ষ অন্যপক্ষের অনুরোধের ভিত্তিতে কোন সম্পদ ক্রয় করে ভাড়া প্রদান করেন এবং ভাড়া চুক্তির মেয়াদ শেষে ও সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধের পর ভাড়াটিয়াকে উক্ত সম্পদের মালিকানা প্রদান করা হয়।"

আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' (الإجارة ثم البيع)

আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' (Al-Ijarah Thumma Al-Bai□) এর সংক্ষিপ্তরূপ AITAB পরিভাষাটি মালয়েশিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এ পদ্ধতিটির ধরন এমন যে, একই নথিতে 'ভাড়া' ও 'ক্রয়-বিক্রয়' এর পৃথক দুটি চুক্তি সংযুক্ত থাকে। প্রথমে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পদের ভাড়া চুক্তি কার্যকর করা হয়। নির্ধারিত মেয়াদে কিস্তিসমূহ পরিশোধান্তে ব্যাংক গ্রাহক তথা ভাড়াটিয়াকে উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্যে উক্ত সম্পদটি কিনে নেয়ার এখতিয়ার প্রদান করেন। গ্রাহক উক্ত সম্পদ ক্রয় করতে চাইলে 'ক্রয়-বিক্রয়' চুক্তি কার্যকর হয়।[৯] নিম্নের চিত্রে এ পদ্ধতির প্রয়োগকৌশল বর্ণিত হয়েছে:

[৯] Seif I. El-Din & N. Irwani Abdullah, "Issue of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual Banking Systems: Malaysia's Experience", *Thunderbird International Business Review*, Special Issue: Islamic Finance: A System at the Crossroads? Volume 49, Issue 2, March/April 2007, p. 225–249.

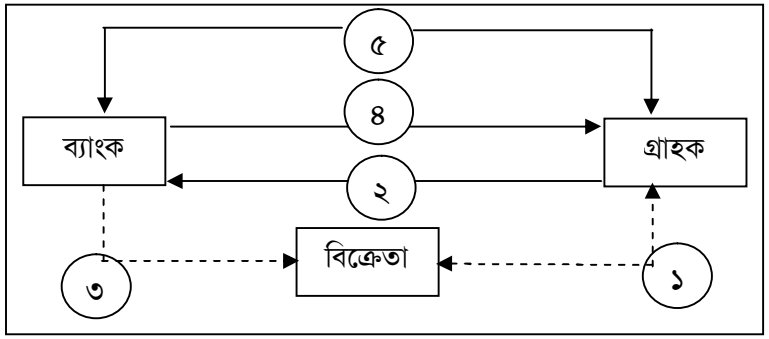

চিত্র ৩: মালয়েশিয়ায় চর্চিত আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' এর কর্মপ্রক্রিয়া[১০]

চিত্রটির বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

১. গ্রাহক ডাউন পেমেন্ট প্রদানের মাধ্যমে মূল মালিক থেকে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ ক্রয় করেন।

২. গ্রাহক ইজারা ছুম্মা বাই' পদ্ধতির ভিত্তিতে অর্থায়নের জন্য ব্যাংক বরাবর আবেদন করেন। ব্যাংক তার আবেদন বিবেচনায় নিয়ে এলে উক্ত সম্পদ গ্রাহক থেকে কিনে নেয়।

৩. ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে সম্পদের অবশিষ্ট মূল্য মূল বিক্রেতাকে পরিশোধ করে।

৪. ব্যাংক সম্পদটি 'ইজারা ছুম্মা বাই' চুক্তির ভিত্তিতে গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদে ভাড়া দেয় এবং গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করেন।

৫. গ্রাহককে প্রদত্ত উক্ত সম্পদ কিনে নেয়ার এখতিয়ারের ভিত্তিতে মেয়াদ শেষে ব্যাংক নামমাত্র মূল্যে সম্পদটি গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে।[১১]

অতএব, "ইজারা ছুম্মা বাই' এমন ভাড়া চুক্তি যার মেয়াদ শেষে ও কিস্তি পরিশোধের পর ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দেয়া সম্পদটি ক্রয়ের এখতিয়ার দেয়া হয়।"

[১০] সূত্র: Bank Islam, *Application of Shariah Contacts in Islamic Banking Products and Services* (Kuala Lumpur: Bank Islam Malaysia Berdad, 2013), p. 67.

[১১] এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহক থেকে সম্পদটি ক্রয় করে আবার তার কাছে বিক্রি করে, যা দৃশ্যত বাই'উল 'ঈনা। তবে এটি বাই'উল 'ঈনা নয় এ কারণে যে, ক্রয়মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। অর্থাৎ ব্যাংক উক্ত সম্পদ থেকে পৃথকভাবে কোন মুনাফা অর্জন করে না, বরং ভাড়া গ্রহণ করে। এছাড়াও এ পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক শরী'আহ অনুষঙ্গ রয়েছে। যেহেতু অত্র প্রবন্ধটি 'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' কেন্দ্রীক সেহেতু সেগুলোর আলোচনা উল্লেখ করা হলো না।

মালিকানা প্রদানের শর্তযুক্ত ভাড়া চুক্তিতে মালিকানা হস্তান্তর প্রক্রিয়া

মালিকানা প্রদানের শর্তযুক্ত ভাড়া চুক্তির উপরিউক্ত তিনটি প্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পদের মালিকানা গ্রাহক বরাবর হস্তান্তর করা হয়। যেমন-

১. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, HPSM তথা ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিতে ব্যাংক সম্পদে তার নির্ধারিত অংশটি গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয় এবং একই সাথে তার কাছে বিক্রি করে। এ পদ্ধতিতে চুক্তি অনুসারে ব্যাংক বিক্রির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করে। এর প্রক্রিয়াটি এমন যে, সম্পদে ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বিভিন্ন কিস্তিতে ভাগ করা হয়। কিস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় সমন্বয় করা হয়, গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অংশ ব্যবহারের ভাড়া ও ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের অংশ কিনে নেয়ার ক্রয়মূল্য। প্রতিটি কিস্তি পরিশোধের সাথে সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক ক্রয়সূত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পদে কিস্তির সমপরিমাণ অংশের মালিক হন। এভাবে ক্রমান্বয়ে সকল কিস্তি পরিশোধ করা হলে গ্রাহক সম্পদটির সম্পূর্ণ মালিকানা লাভ করেন।[১২]

২. ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলীকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মালিকানা হস্তান্তর করা হয়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াসমূহ উলেস্নখ করা হলো:

ক. হিবা: এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক তার মালিকানাধীন সম্পদটি গ্রাহকের কাছে এ মর্মে ভাড়া প্রদানের চুক্তি করবে যে, গ্রাহক সম্পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করলে সম্পদটি তাকে হেবা (هبة/দান) করা হবে। অতঃপর সম্পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করলে একটি পৃথক হেবা চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে ভাড়া চুক্তিতে যদি উল্লেখ করা হয় যে, সম্পূর্ণ ভাড়া পরিশোধের পর সম্পদের মালিকানা হেবার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের বরাবর হস্তান্ত রিত হবে, তাহলে পৃথক হেবা চুক্তির প্রয়োজন হয় না।

খ. নামমাত্র (টোকেন) মূল্য: এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক তার মালিকানাধীন সম্পদটি গ্রাহকের কাছে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ভাড়া প্রদান করে। মেয়াদ শেষে নামমাত্র মূল্যে (Token/رمزي) একটি স্বতন্ত্র বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে গ্রাহকের কাছে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করে।

গ. ভাড়াচুক্তি শেষে নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ: এ প্রক্রিয়াটি উপরের প্রক্রিয়ার মতই। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, বিক্রয় মূল্যটি নামমাত্র হবে না, বরং উভয়ের সম্মতিক্রমে পূর্ব নির্ধারিত হবে।

[১২] শামসুল হুদা ও শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি*, পৃ. ৯৮

ঘ. চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ: এ প্রক্রিয়ায় ভাড়া চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যে কোন সময় গ্রাহক নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করলে সম্পদের মালিকানা তার কাছে হস্তান্তর করা হয়।[১৩]

৩. ইজারা ছুম্মা বাই' পদ্ধতিতে ব্যাংক ভাড়া চুক্তি শেষে নামমাত্র মূল্যে সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করে। এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়।[১৪]

উপরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুশীলিত হায়ার পারচেজ-এর তিনটি প্রসিদ্ধ পদ্ধতির পরিচিতি ও কর্মকৌশল আলোচনা করা হয়েছে। প্রায়োগিক দিক থেকে এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য বিদ্যমান। একইভাবে শরী'আহ অভিযোজনের (Shariah Adaptation) ক্ষেত্রেও রয়েছে ভিন্নতা। স্বভাবতই এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট শরী'আহ অনুষঙ্গসমূহও ভিন্ন ভিন্ন। পরিসরের সংক্ষিপ্ততার দিকে দৃষ্টি দিয়ে অত্র গবেষণা কর্মে শুধুমাত্র বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে প্রচলিত 'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' পদ্ধতিটির বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক এর প্রয়োগ

'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সর্বাধিক অনুশীলিত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের একটি। শিল্প, পরিবহণ, আবাসন, গৃহায়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME), নারী উদ্যোক্তার অর্থায়নসহ বিভিন্ন খাতে এ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ, পরিবহণ খাতে বাস, ট্রাক, জাহাজ ইত্যাদি, আবাসন ও গৃহায়ন খাতে গৃহ নির্মাণ বা এপার্টমেন্ট ক্রয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের স্থায়ী সম্পদ (Fixed Asset) সব খাতেই বিনিয়োগের অভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। সে অনুযায়ী ব্যাংক ও গ্রাহক মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোন সম্পদ ক্রয় করে। অতঃপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশ গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দেয় এবং একই সঙ্গে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রমান্বয়ে বিক্রি করার চুক্তি করে। প্রতিটি কিস্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্পদে ব্যাংকের অংশ ও ভাড়ার পরিমাণ কমতে থাকে এবং গ্রাহকের অংশ বাড়তে থাকে।

[১৩] দ্র. www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&ID=50, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ১২ আগস্ট, ২০১৬

[১৪] Bank Islam, *Application of Shariah Contacts*, p. 67

ইজারা বিল বাই‘ তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিটি ‘ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা’ (المشاركة المتناقصة/ Diminishing Musharaka) এর মত দৃশ্যমান হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা মুশারাকা মুতানাক্বিসাহ বা ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা একটি অংশীদারী ব্যবসা। এ পদ্ধতিতে অর্থায়নকৃত প্রকল্পের লাভ-লোকসান গ্রাহক ও ব্যাংক নির্ধারিত হারে বহন করে। ব্যবসায় লাভ হলে অংশীদারগণ সকলেই লাভবান হন, পক্ষান্তরে লোকসান হলে প্রত্যেক পক্ষ মূলধনে তার অংশের অনুপাতে ক্ষতি বহন করেন। পক্ষান্তরে ইজারা বিল বাই‘ তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিটি কোন ব্যবসা নয় বা এখানে লাভ লোকসানের কোন প্রশ্ন নেই। কেননা যৌথ মালিকানায় অর্জিত সম্পদটির ব্যাংকের অংশ গ্রাহককে ভাড়া দেয়া হয়, সাথে সাথে তা বিক্রিও করা হয়। বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যের অতিরিক্ত কোন মুনাফা ধার্য করা হয় না। তবে ক্রয় মূল্যের সাথে নির্বাহী খরচও যোগ করা হয়। অতএব, এ পদ্ধটি ইজারা, শিরকাতুল মিলক ও বাই‘ এ তিন চুক্তির সমাহার হলেও এখানে ইজারা চুক্তিই মুখ্য হিসেবে বিবেচ্য হয়।

বাংলাদেশের প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। বাংলাদেশে মোট ৮টি ব্যাংক পূর্ণ মাত্রায় ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা করছে। নিচের সারণিতে ২০১৫ সালে ব্যাংকসমূহে ইজারা বিল বাই‘ তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

ক্রম	ব্যাংক	HPSM বিনিয়োগ	মোট বিনিয়োগ
০১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১১৭৩২৬.৬২	৪৯৩৭৮৯.৩০
০২	আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৩৮৩৩৯.৩০	১৬১৫০৬.২৬
০৩	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৮৬৮৫.৮৫	১৩৪১১৬.৮৫
০৪	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৭১১৭.৩৪	৯৬৮৩৪.৬৫
০৫	ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২১১৮৩.৮৩	১৮৭৬৮০.০০
০৬	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিঃ	৮২৪৪০.৮২	১৯৬৩১১.৪২
০৭	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৩৪৭৩.৪৫	৯১৮৮.৫১
০৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	১৯০৪.০২	৪৫৫৯২.৮৬

সারণি ১: বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে ২০১৫ সালে HPSM পদ্ধতিতে বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকায়)[১৫]

[১৫] এ পরিসংখ্যান ব্যাংকসমূহের ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে গৃহীত।

উপরোক্ত সারণি থেকে প্রাপ্ত তথ্য তথা ইজারা বিল বাই‘ তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিতে কৃত বিনিয়োগ ও ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে এর যে শতকরা হার নির্গত হয় তা নিম্নের দ-চিত্রে বর্ণিত হয়েছে।

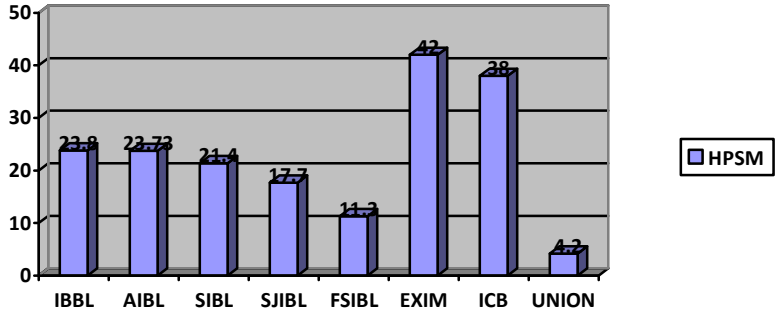

চিত্র ৪: ২০১৫ সালে ইসলামী ব্যাংকসমূহে HPSM পদ্ধতিতে বিনিয়োগের শতকরা হার[১৬]

উপরের দ-চিত্র থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইজারা বিল বাই‘ তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক্সিম ব্যাংক অগ্রগামী। ব্যাংকটি তার মোট বিনিয়োগের ৪২% এ পদ্ধতিতে প্রদান করেছে। মোট বিনিয়োগের ৩৮% ইজারা বিল বাই‘ তাহতা শিরকাতিল মিলক পদ্ধতিতে প্রদান করে আইসিবি ইসলামী ব্যাংক এক্ষেত্রে ২য় অবস্থানে রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কাছাকাছি অবস্থানে থেকে এ প্রডাক্টটির প্রয়োগ করেছে। তাদের বিনিয়োগের শতকারা হার যথাক্রমে ২৩.৮% ও ২৩.৭৩%। বাকি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক উক্ত দুই ব্যাংকের নিকটতম অবস্থানে রয়েছে। এ পদ্ধতিতে এর বিনিয়োগ হার ২১.৪%। এরপর এ পদ্ধতিতে ১৭.৭% বিনিয়োগ করেছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক। ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক করেছে তাদের মোট বিনিয়োগের ১১.৩%। এ পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম বিনিয়োগ করেছে ইউনিয়ন ব্যাংক। যার পরিমাণ ৪.২%। অতএব, এ সার্বিক চিত্র থেকে স্পষ্ট

[১৬] এ দ-চিত্রটি সারণিতে উলেস্নখিত ইজারা বিল বাই‘ তাহতা শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ও মোট বিনিয়োগের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত। ব্যাংকসমূহের পূর্ণরূপ: IBBL= ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, AIBL= আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, SIBL= সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, SJIBL= শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, FSIBL= ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, EXIM= এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড, ICB= আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, UNION= ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড।

হচ্ছে যে, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের মোট বিনিয়োগের প্রায় একচতুর্থাংশ (২২.৮%) এ পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়।

ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক সংশ্লিষ্ট শর'য়ী অনুষঙ্গসমূহ

ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী অনুষঙ্গসমূহ নিম্নরূপ:[১৭]

১. শর'য়ী ভিত্তি

ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক (إجارة بالبيع تحت شركة الملك) একটি আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি হওয়ায় ফিকহের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এর শরয়ী বিধান পাওয়া যায় না। তবে এ পদ্ধতিটি যে তিনটি চুক্তির সমন্বয়ে উদ্ভাবিত তথা ইজারা (إجارة), বাই' (البيع) ও শিরকাতুল মিলক (شركة الملك) সেগুলোর বিস্তারিত বিধান ফিকহের গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। অতএব, ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক এর ভিত্তিমূল হিসেবে এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা উপস্থাপন আবশ্যক।

ক. ইজারা: ইজারা (إجارة) শব্দটি اجر থেকে নির্গত একটি মাসদার সিমায়ী (مصدر سماعي) বা শ্রুতিমূলক ক্রিয়ামূল। ইবনুল ফারিস [মৃ. ১০০৪খ্রি.] বলেন, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর দুটি অর্থ রয়েছে: কোন কিছুর বিপরীতে প্রদেয় বিনিময় এবং হাড় জোড়া লাগানো (جبر العظم)।[১৮] তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি 'ভাড়া চুক্তি' বুঝাতে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। পরিভাষায় ইজারা একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যাতে একপক্ষ অন্যপক্ষকে কোনো বস্তুর উপকারিতা বা সুবিধা (utility, advantage) ভাড়ার বিনিময়ে বিক্রি করেন। ফকীহগণ ইজারার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সংজ্ঞা হলো:

> عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض معلوم
>
> নির্দিষ্ট বা বিশেষিত সম্পদ অথবা শ্রম থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্ধারিত বিনিময় সাপেক্ষে জ্ঞাত বৈধ উপকার ভোগের চুক্তি।[১৯]

---

১৭. ফিকহী গবেষণার নীতিমালা অনুযায়ী শরী'আহ বিষয়ক, বিশেষত মতবিরোধপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন, তার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা, অতঃপর অগ্রাধিকার প্রদানের নীতিমালার ভিত্তিতে কোন একটি মতকে অগ্রাধিকার দেয়া বাঞ্ছনীয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের পরিসর সংক্ষিপ্ত হওয়ায় শরী'আহ অনুষঙ্গসমূহের সবিস্তর আলোচনা সম্ভব হয়নি। তবে কোন মতকে অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে যথার্থ গবেষণা ও নীতিমালা অনুসরণ করেই দেয়া হয়েছে।

১৮. আহমদ ইবন ফারিস, *মু'জামু মাকাঈসুল লুগাহ* (বৈরূত: দারুইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০১খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬২

১৯. মানসূর বিন ইউনূস আল-বাহুতী, *শরহ মুনতাহাল ইরাদাত*, তাহকীক: আব্দুল মুহসিন তুরকী (বৈরূত: আলিমুল কুতুব, ১৪১৪হি./ ১৯৯৩খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৫০

শরীয়তে ইজারা বৈধ হওয়ার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী:

> ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ - قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ.﴾
>
> তাদের একজন বললো, হে পিতা! তুমি একে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত কর, কারণ তোমার শ্রমিক হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। তিনি (মূসা আ. কে) বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।[২০]

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত,

> وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا حِرِّيتًا - الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهْوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ
>
> নবী স. ও আবু বকর রা. বনী দীলের এক ব্যক্তিকে, (যে পরবর্তীতে বনী আবদ ইব্ন আদীর সদস্য হয়েছিল) ইজারা নিলেন। সে একজন দক্ষ পথ প্রদর্শক ছিল (খিররিত হলো দক্ষ পথ প্রদর্শক)। সে 'আস ইব্ন ওয়ায়িলের বংশের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। সে লোকটি কাফির কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তারা তাকে নিরাপদ মনে করলেন; তাই তারা তাকে তাদের বাহন দু'টি সোপর্দ করলেন ও তাকে তিন রাত পরে সওর পর্বতের দ্বারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অঙ্গীকার নিলেন। সে তাদের নিকট তাদের দুই বাহন নিয়ে তিন রাত পরে ভোরবেলা হাযির হলো। যখন তারা যাত্রা শুরূ করলেন। তাদের সাথে আমির ইব্ন ফুহাইরা ও দীল গোত্রের পথ প্রদর্শকও চলল। সে তাদের নিয়ে মক্কার নিম্নভূমি নদীর কিনারা দিয়ে যাত্রা করল।[২১]

এ ব্যাপারে আরও অনেক দলীল কুরআন ও সুন্নাহ্য় বিদ্যমান। ইজারা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ঐকমত্য হয়েছেন। ইমাম শাফিয়ী [৭৬৭-

---

২০. আল-কুরআন, ২৮ : ২৬-২৭

২১. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ* [একখণ্ডে], (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ ১৪২৪হি./২০০৩খ্রি.), অধ্যায়: আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ: ইসতিজারিল মুশরিকীন ইনদাজ জরুরাহ, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং ২২৬৩

৮২০খ্রি.], ইবন রুশদ [১১২৬-১১৯৮খ্রি.], আস-সারখসী [মৃ. ১১০৬খ্রি.], আদ-দারদীর [১৭১৫-১৭৮৬খ্রি.], আল-হাত্তাব [১৪৯৭-১৫৪৭খ্রি.], আর-রামলী [মৃ. ১৫৫০খ্রি.], ইবন কুদামা [১১৪৭-১২২৩খ্রি.] প্রমুখ উক্ত ইজমা' বর্ণনা করেছেন।[২২]

খ. বাই' (البيع):

বাই' (الْبَيْعُ) শব্দটি بَاعَ-يَبِيعُ -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ : مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ 'মালের বিনিময়ে মাল আদানপ্রদান করা।' কোনো কোনো গ্রন্থে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে : مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ 'বস্তুর বদলে বস্তুর বিনিময়।' অন্য কথায় : دَفْعُ عِوَضٍ وَأَخْذُ مَا عُوِّضَ عَنْهُ 'কোন বস্তু প্রদান করে তার বদল হিসাবে অন্য কিছু গ্রহণ করা।' শব্দটি একই সাথে পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রদান করে। তাই বাই'-এর অর্থ বিক্রয় ও ক্রয় উভয়টিই হয়, যেমন শিরা (الشِّرَاءُ)-এর অর্থ ক্রয় ও বিক্রয় উভয়টি হয়। কখনো এ দুটি শব্দের একটি বলে অপরটি বোঝানো হয়। তাই বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে আরবী ভাষায় بَائِع (বায়ি') ও بَيِّع (বায়্যি') বলা হয়।[২৩]

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, বাই' বা বিক্রি ও ব্যবসায় শরীয়তসিদ্ধ বৈধ কাজ। তার বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ "আল্লাহ বাই' তথা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।"[২৪]

---

২২. মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিয়ী, *আল-উম্ম* (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০০খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৫; আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ* (বৈরূত: মুআস্সাসাতুল মা'আরিফ, ২০০৬খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৩৩৯; মুহাম্মদ ইবন আহমদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরূত: দারুন নাওয়াদির, ২০১৩খ্রি.), খ. ১৫, পৃ. ৭৪; আবুল বারাকাত আহমদ ইবন মুহাম্মদ আদ-দারদীর, *আশ-শারহুস সাগীর আলা আকরাবিল মাসালিক ইলা মাজহাবিল ইমাম মালিক* (সংযুক্ত আরব আমিরাত: ইসলাম ও আওকাফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৮৯খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৬; মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-হাত্তাব, *মাওয়াহিবুল জালীল লি শারহি মুখতাসারি আল-খালীল* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৮৯; মুহাম্মদ ইবন আহমদ আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শরহিল মানহাজ ফী ফিকহি আলা মাজহাবিল ইমাম আশ-শাফিয়ী* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৬১; মুওয়াফাকুদ্দীন আব্দুল ইবন আহমদ ইবন কুদামাহ, *আল-মুগনী* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, ১৪০১হি./১৯৮১খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২

২৩. *আল-মাওসূয়াহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ* (কুয়েত: আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪হি.), খ. ৯, পৃ. ৫

২৪. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

আরও ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾

তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ।[২৫]

রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَال: عَمَل الرَّجُل بِيَدِه، وَكُل بَيْعٍ مَبْرُورٍ

নবী করীম স.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ উপার্জন সর্বাধিক উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন, 'মানুষের নিজ হাতের উপার্জন এবং সকল বৈধ ব্যবসা।'[২৬]

নবী করীম সা. নিজে বেচাকেনার কাজ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ কাজে তিনি স্বীকৃতিও দিয়েছেন। ইজমায়ে উম্মতও বেচাকেনা বৈধ হওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ. শিরকাতুল মিলক (شركة الملك):

শিরকাহ (الشِّرْكَةُ) শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। বলা হয় : شَرِكَ الرَّجُل الرَّجُل فِي الْبَيْعِ وَالْمِيرَاث يَشْرَكُهُ شِرْكًا وَشَرِكَةً অর্থ : লোকটি ব্যবসা বা মীরাছে তার অংশ অপরের অংশের সাথে মিশ্রিত করল অথবা তাদের অংশ মিশ্রিত হলো। আর মিলক অর্থ মালিকানা। অতএব, 'শিরকাতুল মিলক' এর শাব্দিক অর্থ মালিকানায় একে অপরের অংশ মিশ্রিত হওয়া বা মালিকানায় অংশীদারিত্ব। যে চুক্তির মাধ্যমে দুজনের সম্পদে মিশ্রণ ঘটানো হয় তাকে 'শিরকাতুল মিলক' বা যৌথ মালিকানা বলা হয়।

ফিকহী পরিভাষায় শিরকাতুল মিলক বলা হয়:

أَنْ يَخْتَصَّ اثْنَان فَصَاعِدًا بِشَيْءٍ وَاحِد، أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِه

দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি একটি বস্তু বা অনুরূপ কোনো কিছুতে বিশেষভাবে মালিক হওয়া।[২৭]

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে শিরকাতুল মিলক শরী'আহসম্মত হওয়ার অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾

তারা এক তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে।[২৮]

---

২৫. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

২৬. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, ব্যাখ্যা: আহমদ মুহাম্মদ শাকির (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪১৬হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), মুসনাদুশ শামিয়্যিন, হাদীসে রাফি' বিন খাদীজ, খ. ৪, পৃ. ১৪১, হাদীস: ১৭৩০৪

২৭. *আল-মাওসূয়াহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ*, খ. ২৬, পৃ. ২০

২৮. আল-কুরআন, ৪ : ১২

অন্য আয়াতে এসেছে:

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, তোমাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা এ ব্যাপারে সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ ভয় কর পরস্পর পরস্পরকে?[২৯]

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন:

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما

আমি দুই শরীকের মাঝে যৌথ কারবারকারী তৃতীয় ব্যক্তি, যতক্ষণ না একজন তার সঙ্গীর সাথে খেয়ানত করে। যখন খেয়ানত করে তখন আমি তাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে যাই।[৩০]

অতএব প্রমাণিত হলো, ইজারা, বাই‘ ও শিরকাতুল মিলক স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি শরী‘আহসম্মত চুক্তি। ফকীহগণ এগুলোর বৈধতার ব্যাপারে কোন মতভেদ করেননি। তবে একই লেনদেনে এসব চুক্তির সম্মিলন বৈধ কি না সে বিষয়ে ফকীহগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

২. একাধিক চুক্তির সম্মিলন

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মালিকানা প্রদানের শর্তে ভাড়া বিষয়ক পদ্ধতিগুলো একক চুক্তিতে সম্পাদিত হয় না। বরং একাধিক চুক্তি একত্রিত হয়ে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। যেমন ‘ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক’ ইজারা, বাই‘ ও শিরকাতিল মিলক এ তিনটি চুক্তির সমন্বিত রূপ। ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলীক ইজারা, বাই‘ বা হিবার ভিত্তিতে গঠিত হয়। ইজারা ছুম্মা বাই‘ও একাধিক চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এমনকি এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মালায়শিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং জগতে অনুশীলিত ইজারা ছুম্মা বাই‘ পদ্ধতিটি মোট সাতটি চুক্তির সমাহার।[৩১]

২৯. আল-কুরআন, ৩০ : ২৮

৩০. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ‘আছ আসসিজিস্তানী, *আস-সুনান* [একখণ্ড], (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪৩০হি./২০০৯খ্রি.), কিতাবুল বুয়ূ, বাবুন ফীশ শরীকাহ, পৃ. ৬৮৬, হাদীস নং: ৩৩৮৩

৩১. চুক্তি সাতটি হলো, ১. সম্পদের মালিক ও ব্যাংকের মধ্যকার ওকালা চুক্তি, ২. সম্পদের মালিক ও ব্যাংকের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, ৩. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার ভাড়া চুক্তি, ৪. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভাড়া দেওয়া সম্পদ মেয়াদ শেষে ক্রয় অথবা ফেরত দেয়ার এখতিয়ার প্রদানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত চুক্তি, ৫. ভাড়ার কিস্তি প্রদানের জন্য মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে সঞ্চয়ী হিসাব খোলার মাধ্যমে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার মুদারাবা চুক্তি, ৬. গ্রাহক ও ইন্সুরেন্স কোম্পানির

ফকীহগণ এক লেনদেনে একাধিক চুক্তি একত্রিত করার বৈধতা নিয়ে মতভেদ করেছেন, হানাফী,[৩২] মালিকী[৩৩], শাফিয়ী,[৩৪] ও হাম্বলী[৩৫] মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, একই লেনদেনে একাধিক চুক্তির সম্মিলন বৈধ নয়। তারা মহানবী সা.-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করেন। যেখানে তিনি “এক বেচাকেনায় দুই বেচাকেনা”[৩৬] ও “এক লেনদেনে একাধিক লেনদেন”[৩৭] থেকে নিষেধ করেছেন। অন্য মত অনুযায়ী, একই লেনদেনে একাধিক চুক্তির সম্মিলন বৈধ। ইমাম মালিক [৭১১-৭৯৫খ্রি.][৩৮] সহ প্রত্যেক মাযহাবের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফকীহ এ মত পোষণ করেন। এছাড়া হাম্বলী ফকীহগণের মধ্যে ইবন তাইমিয়া [১২৬৩-১৩২৮খ্রি.][৩৯] ও ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [১২৯২-১৩৫০খ্রি.][৪০] একাধিক চুক্তির সম্মিলন অথবা এক চুক্তিতে অন্য চুক্তির শর্তারোপ বৈধ গণ্য করেছেন। তারা শরীআহ বিরোধী নয় এমন শর্ত ও চুক্তি পালন সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের ব্যাপকার্থ থেকে এর পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন।[৪১]

মধ্যকার ইন্সুরেন্স চুক্তি, ৭. ভাড়ার কিস্তি পরিশোধের পর গ্রাহক উক্ত সম্পদ ক্রয় করতে চাইলে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার মুরাবাহা চুক্তি। দ্র: মুস্তফা শামসুদ্দীন, আকদুল ইজাবাহ ছুম্মাল বাই‘: দিরাসাহ নাকদিয়্যাহ, পৃ. ২৯

৩২. আস সারখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১৩, পৃ. ১৬

৩৩. ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাজিদ*, খ. ২, পৃ. ১১৫

৩৪. আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ৩, পৃ. ৪৫০

৩৫. ইবন কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৪, পৃ. ২৯১

৩৬. "بيعتان في بيعة" দ্র: আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামি‘আস-সুনান* (বৈরূত: দারুল মা‘রিফা, ১৪২৩হি./২০০২খ্রি.), কিতাবুল বুয়ূ, বাবু মা জাআ ফীন নাহী আন বাইয়াতাইন ফী বাইয়াতিন, পৃ. ৫২০, হাদীস নং ১২৩১

৩৭. "صفقتان في صفقة واحدة" ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদুল মুকাচ্ছিরীন মিনাস সাহাবাহ, মুসনাদি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, খ. ৪, পৃ. ৩০, হাদীস নং ৩৭৮৩

৩৮. ইমাম মালিক বিন আনাস, *আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা* (বৈরূত: দারু সাদির, ২০০৫খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৬১৭

৩৯. আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন তাইমিয়া, *মাজমুউল ফাতওয়া* (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৬খ্রি.), খ. ২৯, পৃ. ১৩২

৪০. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আলামুল মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন* (রিয়াদ: দারু ইবনুল জাওযী, ২০০২খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৮২

৪১. যেমন আল্লাহর বাণী: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারসমূহ পূরণ কর।” (আল-কুরআন, ৫: ১) মহানবী সা. বলেন: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما “মুসলমানগণ তাদের শর্ত পালনে বদ্ধপরিকর শুধুমাত্র ঐ শর্ত ব্যতীত, যা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে। দ্র. তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম আন রাসূলিল্লাহি সা., বাবু মা জুকিরা আন রাসূলিল্লাহি ফীস সুলহি বায়নান নাস, হাদীস নং: ১৩৫২

এ প্রসংগে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণ সংস্থা AAOIFI[৪২] প্রণীত শরীআহ মানদণ্ডে উল্লেখিত ধারাটি প্রণিধানপ্রাপ্ত। "এক নথিতে একাধিক চুক্তির সম্মিলন বৈধ, তবে এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তি পূরনের শর্তারোপ করা যাবে না। কেননা, পৃথকভাবে প্রত্যেকটি চুক্তিই বৈধতার বিধান রাখে। উপরন্তু, এর প্রতিবন্ধকতা প্রমাণকারী কোন শরয়ী দলীলও নেই।"[৪৩]

৩. বিনিময় চুক্তিকে শর্তযুক্ত করা

ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক, ইজারা মুনতাহিয়্যা বিততামলীক ও ইজারা ছুম্মা বাই' এর প্রায়োগিক রূপ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয়, এগুলোর মূল চুক্তি তথা 'ইজারা' একটি বিনিময় চুক্তি (عقد معاوضة), তদুপরি এসব প্রডাক্টের রূপায়নের স্বার্থে বিনিময় চুক্তি তথা ইজারাকে বিভিন্ন শর্তেযুক্ত করা হয়েছে, ফকীহগণ যেগুলোকে ইজারা চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করেননি। যেমন ভাড়া প্রদত্ত সম্পদের ইন্স্যুরেন্স, ইজারা চুক্তির মেয়াদের অন্তবর্তী সময়ে ভাড়া দানকারীর উক্ত সম্পদে বাড়তি হস্তক্ষেপ, ভাড়াপ্রদত্ত সম্পদের বিক্রয় ইত্যাদি। অতএব, বিনিময় চুক্তিকে এক বা একাধিক শর্তযুক্ত করার বিধান আলোচনার দাবি রাখে। এসম্পর্কে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন:

ক. হানাফীগণ বলেন, চুক্তির সাথে অপ্রাসংগিক, অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা অকার্যকর শর্ত যুক্ত করা হলে তা ফাসিদ হিসেবে গণ্য।[৪৪] অতএব, তাদের দৃষ্টিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রাসংগিক শর্ত বিবেচ্য।

খ. মালিকীগণের মতে, শর্ত যুক্ত করা বৈধ, যদি তা কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞায় লিপ্ত হবার উপলক্ষে পরিণত না হয় বা চুক্তির মূল দাবি বিরোধী না হয়।[৪৫]

---

৪২. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) বা هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বাহরাইন ভিত্তিক একটি সংস্থা। যা বিশ্বব্যপী ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শরী'আহ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করে থাকে। সংস্থাটি ইতোমধ্যে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মূলনীতি, হিসাব সংরক্ষণ, নিরীক্ষণের বেশ কিছু শরয়ী মানদ- প্রকাশ করেছে।

৪৩. *আল-মাআঈর আশ শারঈয়্যাহ* (বাহরাইন: হাইয়াতুল মুহাসাবাহ ওয়াল মুরজাআহ লিল মুআসসাসাতিল মালিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০১৪) ধারা ৩, মানদ- নং ২৫ (আল-জামযু বাইনাল উকূদ), পৃ. ৪২১

"يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد، إذا كان كل واحد منها جائزا بمفرده، ما لم يكن هناك دليل شرعي مانع"

৪৪. মুহাম্মদ আমীন ইবন উমর ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররুল মুখতার* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০০খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৮২

৪৫. ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ৫, পৃ. ৩

গ. শাফিয়ীগণের দৃষ্টিতে চুক্তির সাথে চার প্রকার শর্ত সংযুক্ত করা বৈধ: যা চুক্তির মূল দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা এর প্রাসঙ্গিক, যে ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর নস রয়েছে এবং যার মধ্যে চুক্তির উদ্দেশ্য অর্জিতও হয় না বা লঙ্ঘিতও হয় না, আবার তাতে কোন ক্ষতিও নেই।[৪৬]

ঘ. হাম্বলীগণের মতে, চুক্তিতে শর্ত সংযুক্ত করা সহীহ; তবে যে সব শর্তে শরী'আহ ও চুক্তির মূল উদ্দেশ্য লংঘিত হয় তা ব্যতীত।[৪৭]

অতএব বলা যায়, কোন বিনিময় চুক্তিতে বিশেষ কোন শর্তারোপ করা মৌলিকভাবে বৈধ। তবে যেসব শর্তে শরীআহ লংঘিত হয় বা চুক্তিকে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে এ জাতীয় শর্ত সংযুক্ত করা হলে তা পরিত্যাজ্য হবে।

৪. বিক্রয় চুক্তিকে ভবিষৎ শর্তের সাথে সংযুক্ত করা

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগকৌশল থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ ক্ষেত্রে সম্পদের বিক্রয় ভাড়ার কিস্তি পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়টি সম্পূর্ণভাবে কিস্তি পরিশোধের উপর নির্ভরশীল। কিস্তি পরিশোধ সমাপ্ত হলেই কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফকীহগণ বিক্রয়কে কোন শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। চার মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ট ফকীহগণের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় কোন শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করা বৈধ নয়।[৪৮] কেননা এটি চুক্তির মূল দাবি বিরোধী। যেহেতু চুক্তির মূল চাহিদা তা তাৎক্ষণিক কার্যকর হওয়া, ঝুলন্ত থাকা নয়। তবে ইমাম ইবন তাইমিয়া ও ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যার মতে ক্রয়-বিক্রয়কে বিশেষ শর্তের উপর নির্ভরশীল করা বৈধ।[৪৯]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

ونحن بينا في غير هذا الموضع أنه يجوز تعليق العقود بالشروط، إذا كان في ذلك منفعة للناس، ولم يكن متضمنا ما نهى الله عنه ورسوله، فإن كل ما ينفع الناس، ولم يحرمه الله ورسوله هو

---

৪৬. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাজর আল-হায়ছামী, *তুহফাতুল মুহতাজ ফী শারহিল মিনহাজ* (মিসর: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৩৫৭হি./১৯৮৩খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫৩

৪৭. মুওয়াফাকুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন কুদামা, *আশ শারহুল কাবীর আলা মাতনিল মুকনা* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৯খ্রি.). খ. ১১, পৃ. ২৩

৪৮. আবূ বকর মুহাম্মদ আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে'ফী তারতীবিশ শারায়ে'* (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ২০০০খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৮৫; শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন ইদরীস আল-কারাফী, *আল-ফুরূক* (বৈরূত: দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৯৬; মুহাম্মদ ইবন আহমদ আশ শারবিনী, *মুগনী আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনী আলফাজিল মিনহাজ* (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৬খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৭; ইবন কুদামাহ, *আশ শারহুল কাবীর*, খ. ৪, পৃ. ৬৬

৪৯. আহমদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন তাইমিয়া, *নজরিয়্যাতুল আকদ* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৯৬০খ্রি.), পৃ. ২২৭; আল-জাওয়িয্যাহ, *আলামুল মুয়াক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯

من الحلال الذي ليس لأحد تحريمه. وذكرنا عن أحمد جواز تعليق البيع بشرط، ولم أجد عنه ولا عن قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك، بل ذكر من ذكر من المتأخرين أن هذا لا يجوز، كما ذكر ذلك أصحاب الشافعي.

আমরা একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছি যে, চুক্তিকে বিশেষ শর্তের উপর নির্ভরশীল করা বৈধ, যদি তাতে মানুষের কল্যাণ নিহিত থাকে এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষেধজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত না হয়। কেননা যা কিছু মানবতার কল্যাণ সাধন করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা নিষিদ্ধও করেননি সেগুলো অবশ্যই বৈধতার অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম করার অধিকার কারও নেই। আমরা ইমাম আহমদ থেকে ক্রয়-বিক্রয়কে শর্তের সাথে যুক্ত করার বৈধতা বর্ণনা করেছি। তাঁর বা পূর্বসূরী তাঁর কোন সাথী থেকে এর বিরোধী কোন উক্তিও আমি পাইনি। বরং উত্তরসূরী কেউ কেউ একে অবৈধ বলেছে, যেমন শাফিয়ী মাযহাবের অনেকে এমনটি বলে থাকেন।[৫০]

এ মাসআলায় দ্বিতীয় পক্ষ তথা ক্রয়-বিক্রয়কে কোন শর্ত বা শর্তাবলির সাথে যুক্ত করা বৈধ হওয়ার মতকে অধিকতর অগ্রগণ্য বিবেচনা করা যায়। কেননা মহানবী সা. এর সুন্নাহে এর প্রয়োগ দেখা যায়। তিনি নেতৃত্বের চুক্তিকে শর্তযুক্ত করেছিলেন। যেমন তিনি মুতার যুদ্ধে জাফর বিন আবি তালিবের সেনাপতিত্বকে যায়িদ বিন হারিছা এর মৃত্যু বা শাহাদাতের শর্তের উপর এবং আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সেনাপতিত্বকে জাফর বিন আবু তালিব রা. এর মৃত্যু বা শাহাদাতের শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করেন।[৫১]

৫. হিবাকে শর্তযুক্ত করা

যারা 'ইজারা মুনতাহিয়্যা বিত তামলীক'-এর মালিকানা হস্তান্তরের পদ্ধতিকে হিবা দিয়ে অভিযোজন করেন, তাদের মতানুযায়ী হিবাকে কিস্তি পরিশোধের শর্তযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ এ শর্ত প্রদান করা হয় যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তিসমূহ পরিশোধ করা হলেই কেবল হিবার মাধ্যমে সম্পদটির মালিকানা স্থানান্তর করা হবে। ফকীহগণ হিবাকে শর্তযুক্ত করার বৈধতার প্রশ্নে মতভেদ করেছেন। হানাফী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফকীহের মতে, হিবাকে কোন শর্তের আবর্তে যুক্ত করা বৈধ নয়। কেননা হিবা একটি মালিকানা প্রদানকারী চুক্তি, যা তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়। যদি একে ভবিষ্যতের কোন শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ করা হয় তবে উক্ত মালিকানাকে অস্পষ্টতা ও ঝুঁকির দিকে নিয়ে যায়।[৫২] কিছু কিছু হানাফী ফকীহ,[৫৩] মালিকী

৫০. ইবন তাইমিয়া, *নাজরিয়্যাতুল আকদ*, পৃ. ২২৭

৫১. মূল হাদীসটি দ্র. আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সাহীহ*, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গুযয়াতে মুতআ মিন আরদিশ শাম, পৃ. ৭৬৯, হাদীস নং-৪২৬১

৫২. আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে'*, খ. ৫, পৃ. ১৬৮; আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৫, পৃ. ৪০৯; মানসূর ইবন ইউনূস আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা'* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩০৭

মাযহাব,[৫৪] হাম্বলী মাযহাবের ইবন তাইমিয়া[৫৫] ও ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যা [৫৬] এর মতে, এক্ষেত্রে পরিচিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সংগত শর্তারোপ বৈধ। যদি তার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত থাকে এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত না হয়। কেননা হিবা একটি দাক্ষিণ্য চুক্তি, যাতে অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও ঝুঁকি বিবেচ্য হয় না। তা ছাড়া দানকারীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে, তিনি তার দানকে হারাম বিষয় হালাল ও হালাল বিষয় হারাম না হওয়া পর্যন্ত যে কোন শর্তের সাথে যুক্ত করতে পারেন। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ "যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের উপর অভিযোগের কোন হেতু নেই"।[৫৭]

অতএব এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিবা একটি দাক্ষিণ্যচুক্তি হওয়ায় হিবাকারী তাকে শর্তযুক্ত করার অধিকার রাখেন। ফলে একে কোন নির্দিষ্ট শর্ত বা শর্তাবলির সাথে যুক্ত করা বৈধ। এর প্রমাণ উম্মু কুলসূম বিনতি আবি সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন উম্মে সালমাকে বিবাহ করেন তখন তাকে বলেন :

إني قد أهديت للنجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك

আমি নাজ্জাশীর কাছে এক সেট কাপড় ও কয়েক উকিয়া মিশক উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছি। অথচ নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করেছে, আমার মনে হয়, আমার উপঢৌকন আমার কাছেই ফিরে আসবে। যদি ফেরত আসে তবে তা তোমার।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর ধারণা মত উক্ত উপঢৌকন তাঁর কাছে ফেরত আসে। তখন তিনি তার প্রত্যেক স্ত্রীকে এক উকিয়া পরিমাণ মিশক প্রদান করেন এবং উম্মে সালমাকে বাকি মিশক ও কাপড় প্রদান করেন।[৫৮]

৬. প্রতিশ্রুতিপূরণ বাধ্যতামূলক

এ সব পদ্ধতির প্রয়োগপ্রক্রিয়া থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ ক্ষেত্রে একপক্ষ অন্য পক্ষের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। যেমন ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলকে অংশীদারিত্ব চুক্তি বাস্তবায়নের পূর্বেই ব্যাংক গ্রাহককে প্রতিশ্রুতি

৫৩. দ্র. আফনাদী, *হাশিয়াতু কুররাতু উয়িনিল আখইয়ার তাকমিলাতু রাদ্দিল মুহতার* (করাচী: মাকতাবা মাজিদিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৩১

৫৪. ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ২, পৃ. ২৪৭

৫৫. ইবন তাইমিয়া, *নাজরিয়্যাতুল আকদ*, পৃ. ২২৭

৫৬. আল-জাওযিয়্যাহ, *আলামুল মুআক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯

৫৭. আল-কুরআন, ৯ : ৯১

৫৮. ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদুল কাবাঈল, হাদীসু উম্মে কুলসুম বিনতে আকবাহ, খ. ১৪, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং-২৭১৫১

দেন যে, তাদের যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ তার কাছে ভাড়া প্রদান করবেন ও কিস্তি তে তা বিক্রি করবেন। ইজারা মুনতাহিয়্যাহ বিত তামলিকে ব্যাংক গ্রাহককে ভাড়ায়প্রদত্ত সম্পদটি টোকেন মূল্যে বিক্রয় বা হিবা করার প্রতিশ্রুতি দেন। একইভাবে 'ইজারা ছুম্মা বাই' পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহককে উক্ত সম্পদ ক্রয় করার বা ফেরত দেয়ার এখতিয়ার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এসব বদান্যতামূলক প্রতিশ্রুতি পূরণ বাধ্যতামূলক কিনা সে বিষয়ে ফকীহগণ থেকে তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম মত অনুযায়ী ওয়াদা পালন মুস্তাহাব। জমহুর ফুকাহা এমত ব্যক্ত করেছেন। তারা প্রমাণ হিসেবে যায়েদ ইবনে আরকাম রা. বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেন। যেখানে মহানবী স. বলেন :

إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف يجيء للميعاد فلا إثم عليه

কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে কোন ওয়াদা করলে তার নিয়্যাত যদি থাকে ওয়াদা পূরণ করার, কিন্তু কারণ বশত পূরণ না করলে...তার কোন অপরাধ নেই।[৫৯]

তারা এ জাতীয় প্রতিশ্রুতিকে হিবার সাথে তুলনা করেন। হিবা করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হয় না।[৬০]

দ্বিতীয় মতানুযায়ী সামগ্রিকভাবে সবধরনের প্রতিশ্রুতি পালন আবশ্যক। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন, ইবনুল আশওয়া[৬১], ইবন শুবরামা [১৪৪ হি.], উমর ইবন আব্দুল আযীয [৬৮১-৭২০ খ্রি.], হাসান বাসরী [৬৪২-৭২৮ খ্রি.], ইবনুশ শাত মালিকী [৬৪৩-৭২৩ হি.], ইবনুল আরাবী [১০৭৬-১১৪৮ খ্রি.], ইমাম জাসসাস

৫৯. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুল আদব, বাবুন ফিল উদ্দাহ, পৃ. ৯৮৫, হাদীস ৪৯৯৫

৬০. আস-সারখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ২, পৃ. ১২৯; মুহাম্মদ আমীন ইবন আবিদীন, *আল-উকূদুদ দুররিয়্যাহ ফী তানকীহিল ফাতওয়া আল-হামিদিয়্যাহ* (কায়রো: মাতবাআতুল মায়মানাহ, ১৩১০ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৫৩; মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন ঈল্লীশ, *ফাতহুল আলী আল-মালিক ফীল ফাতওয়া আলা মাজাহিবিল ইমাম মালিক* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তারিখবিহীন), খ. ১, পৃ. ২৫৪; ইবন রুশদ আল-জাদ (জৈষ্ঠ্য ইবন রুশদ), *আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল* (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২৩হি./২০০২খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১৮; আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন-নাভভী, *আল-আজকার* (দাম্মাম: দারু ইবনুল জাওযী, ২০১১খ্রি.), পৃ. ২৮১-১৮২; আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী ফী শারহি সহীহিল বুখারী* (বৈরূত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০৯খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৯০; আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা*, খ. ৩, পৃ. ৩৬৩; ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবনুল মুফলিহ, *আল-মুবদা'ফী শারহিল মুকনা'* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৩৪৬; আলী ইবন আহমদ ইবন ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০১খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৮

৬১. তার পূর্ণ নাম সাঈদ ইবন আমর ইবন আল-আশওয়া আল-হামদানী। তিনি খালিদ আল-কাসরীর আমলে কুফার বিচারপতি ছিলেন, তার জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে গবেষক কিছু জানতে পারেনি।

[৯১৭-৯৮০ খ্রি.] প্রমুখ।[৬২] তারা তাদের মতের সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল?[৬৩]

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, সামগ্রিকভাবেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও ওয়াদা পূরণ আবশ্যক, তাতে যাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃঢ়তা থাকুক বা না থাকুক।[৬৪]

মহানবী স. ওয়াদা ভঙ্গকরা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করাকে নিফাকের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছেন।[৬৫]

ইমাম কারাফী বলেন:

إن النبي ρ عد من خصال المنافقين إخلاف الوعد، والنفاق محرم فكان إخلاف الوعد محرما، فالوفاء بالوعد واجب

মহানবী স. ওয়াদা খেলাফ করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নিফাক হারাম বিধায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরাও হারাম। সুতরাং ওয়াদা রক্ষা করা অপরিহার্য।[৬৬]

তৃতীয় মতানুযায়ী ওয়াদা যদি কোন কিছুর সাথে সংযুক্ত হয় তবে তা রক্ষা করা অপরিহার্য। এটি ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত একটি মত। এ ছাড়াও এ মত পোষণকারীগণের মধ্যে রয়েছেন, ইবন নুজাইম [৯২৬-৯৭০ হি.], ইবনুল কাসিম [৭৫০-৮০৬ খ্রি.], প্রমুখ।[৬৭] তারা উপরিউক্ত ১ম ও ২য় মতের দলীলসমূহ উপস্থাপন

৬২. ইবন রুশদ আল-জাদ, *আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল*, খ. ৮, পৃ. ১৮; ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা*, খ. ৮, পৃ. ২৮; কাসিম ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুশ শাত, *আদরারুশ শুরূক আলা আনওয়ারুল ফুরূক* (বৈরূত: আলিমুল কিতাব, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ২৪; মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮২; আহমদ ইবন আলী আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৪২

৬৩. আল-কুরআন, ৬১ : ২

৬৪. ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* (কায়রো: দারুল গাদ আল-জাদীদাহ, ২০০৭খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৮২; আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৪৪২

৬৫. বুখারী, *আল-জামি' আস সাহীহ*, কিতাবুল ঈমান, বাবু আলামাতিন নিফাক, পৃ. ২২; হাদীস: ৩৩ ও ৩৪; মুসলিম, *আল-মুসনাদ আস সাহীহ*, কিতাবুল ঈমান, বাবু খিসালিল মুনাফিক, পৃ. ৮৭ হাদীস নং ২০৭-, ২০৮, ২০৯ ও ২১০

৬৬. আল-কারাফী, *আল-ফুরূক*, খ. ৩, পৃ. ২৪

৬৭. ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানা আল-কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৪৬; ঈল্লীশ, *ফাতহুল আলী*, খ. ১, পৃ. ২৫৬; যায়নুদ্দীন ইবন ইবরাহীম ইবন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাজাঈর* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৪৪; আল-কারাফী, *আল-ফুরূক*, খ. ৩, পৃ. ২৫;

করে বলেন, যেহেতু এ ব্যাপারে শরীআতের পরস্পর বিরোধী দলীল রয়েছে যার কিছু দ্বারা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পূরণ আবশ্যক প্রমাণিত হয় এবং কিছু দলীল দ্বারা এর আবশ্যকতা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, ওয়াদা যদি চুক্তি বা অন্য কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তবে তা পূরণ করা আবশ্যক। অন্যথায় মুস্তাহাব।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ওয়াদা পূরণ করা অপরিহার্য। কেননা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মুসলিম যেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মুনাফিক থেকে পৃথক হয় এটি তার অন্যতম। এ অপরিহার্যতা আরও জোরালো হয় যদি উক্ত প্রতিশ্রুতি কোন কিছুর সংঘটক হয় এবং প্রতিশ্রুত ব্যক্তি এর উপর ভিত্তি করে কোন কাজে প্রবেশ করেন। এ ক্ষেত্রে যদি উক্ত ওয়াদা পূরণ করা না হয় তবে প্রতিশ্রুত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অথচ কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। মহানবী সা. বলেন:

لا ضرر ولا ضرار

কাউকে ক্ষতি ও পাল্টা ক্ষতি করা যাবে না।[৬৮]

ওআইসিভুক্ত ইসলামী ফিকহ একাডেমী ও AAOIFI-এর শরীআহ স্টান্ডার্ডও এ মত ব্যক্ত করেছে।[৬৯]

উপসংহার

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রচলিত হায়ার পারচেজ বা ভাড়ান্তে ক্রয়-এর যেসব প্রডাক্ট রয়েছে তা প্রায়োগিক দিক থেকে আধুনিক হলেও এতে অন্তর্ভুক্ত শর'য়ী চুক্তিসমূহ নিয়ে পূর্বসূরী ফকীহগণ ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুশীলিত 'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' পদ্ধতিটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে দ্বিতীয় বৃহত্তর বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট শরী'আহ অনুষঙ্গসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করতে পারলে এ পদ্ধতির সম্পূর্ণ শরী'আহভিত্তিক প্রয়োগ সম্ভব। এ ক্ষেত্রে শরী'আহ লঙ্ঘনের সম্ভাব্য যেসব দিক রয়েছে তা অবশ্যই এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ।

---

৬৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাযাহ, *আস সুনান* (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২০হি./১৯৯৯খ্রি.), আবওয়াবুল আহকাম, বাবু মান বানা ফী হাক্কিহি মা ইয়াদুররু বিজারিহী, পৃ. ৩৩৫, হাদীস ২০৪০ ও ২৩৪১

৬৯. ওআইসি অধিভুক্ত ইসলামী ফিকহ একাডেমির পঞ্চম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত নং: ৪০-৪১, কুয়েত, ডিসেম্বর ১৯৮৮; *আল-মা'আঈর আশ-শরঈয়্যাহ*, শরীআহ স্ট্যান্টার্ড নং ৮, পৃ. ১২২